সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

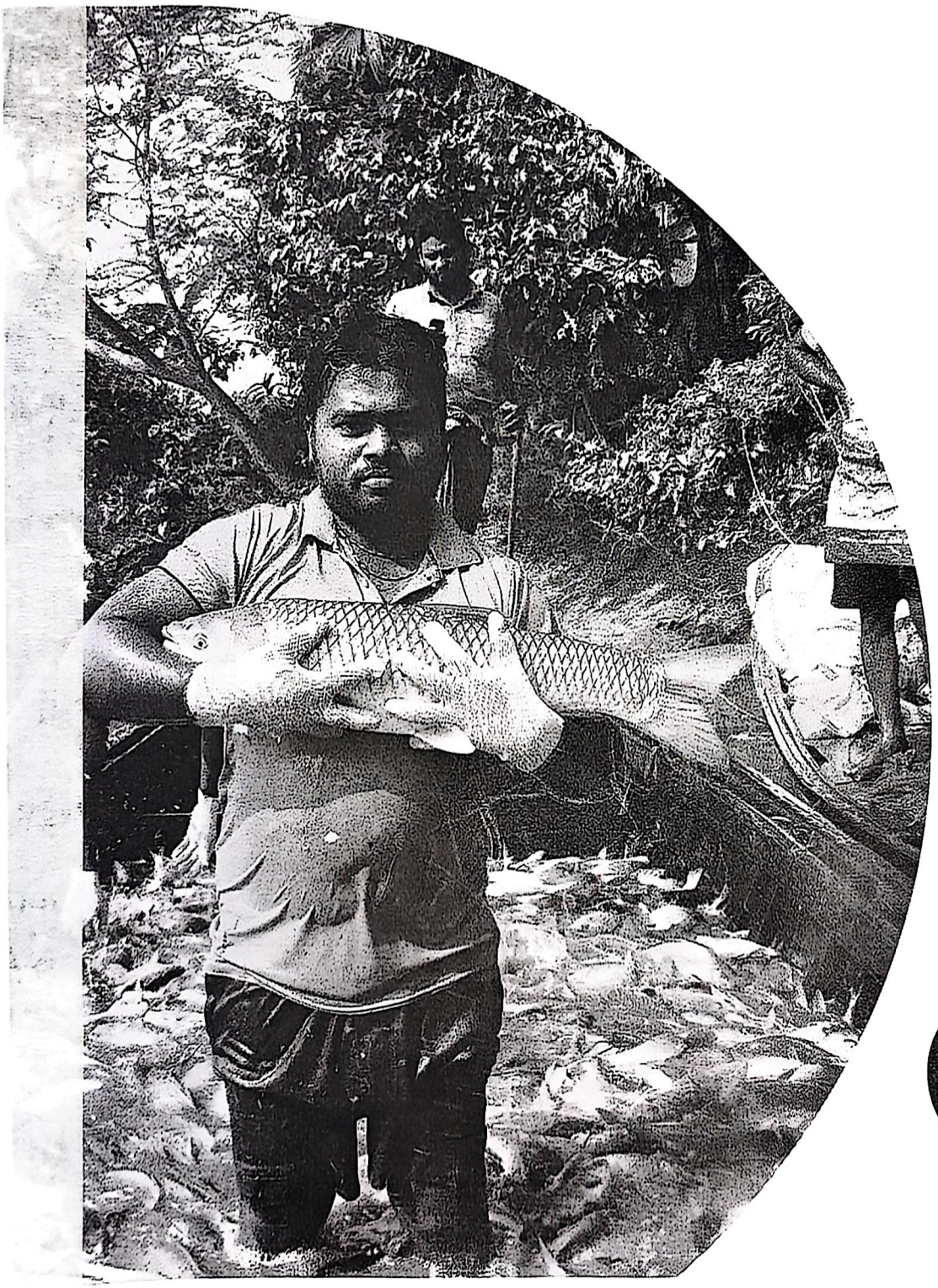

সূচিপত্র

বিবরণ		পাতা নম্বর
▪ রূপকল্প ▪ লক্ষ্য ▪ উদ্দেশ্য ▪ কৌশল ▪ প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	.....	০১
▪ ব্যবস্থাপনা ▪ সাধারণ পরিষদ ▪ কার্যনির্বাহী পরিষদ ▪ অর্থ সাব-কমিটি ▪ উন্নয়ন সাব-কমিটি ▪ শুদ্ধাচার সাব-কমিটি ▪ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটি	.....	০২-০৪
▪ সাংগঠনিক তথ্য ▪ নিবন্ধন তথ্য ▪ রেগুলেটর ও উন্নয়ন সহযোগী ▪ নেটওয়ার্ক সহযোগী ▪ ভৌগলিক কর্মএলাকা ▪ জেলা ভিত্তিক শাখা অফিস ▪ জনবল তথ্য	.....	০৪-০৬
▪ চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প তথ্য ▪ সমাপ্ত প্রকল্প	.....	০৭-০৮
▪ কর্মসূচি ও প্রকল্প ভিত্তিক তথ্য ▪ ঋণ কার্যক্রম ▪ অনুপাত বিশ্লেষণ ▪ পাঁচ বছরের অগ্রগতি তথ্য ▪ বকেয়া তথ্য ▪ অবলোপন তথ্য	.....	০৯-১৪
▪ সঞ্চয় কার্যক্রম ▪ সাধারণ সঞ্চয় ▪ বিশেষ সঞ্চয় ▪ বিশেষ সঞ্চয় -এমপি	.....	১৪
▪ ঝুঁকি তহবিল সেবা কার্যক্রম	.....	১৫

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

বিবরণ		পাতা নম্বর
▪ সমৃদ্ধি কর্মসূচি ▪ প্রবীণ কর্মসূচি ▪ কৈশোর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	.....	১৫-১৭
▪ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) ▪ পেস প্রকল্প ▪ রেইজ প্রকল্প ▪ আরএমটিপি প্রকল্প ▪ এমএফসিই প্রকল্প ▪ লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট	.....	১৭-২১
▪ শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ▪ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ▪ শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষাবৃত্তি) ▪ উচ্চশিক্ষাবৃত্তি ▪ কর্মীর সন্তানের শিক্ষাভাতা	.....	২২
▪ স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ▪ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ▪ স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম	.....	২৩
▪ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম ▪ পাইপ লাইন পানি সরবরাহ প্রকল্প ▪ বিডিওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্প ▪ ব্যুরো ক্যাড ▪ এসডিএল ▪ অভিবাসী শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম ▪ সিমস প্রকল্প	.....	২৪-২৬
▪ কর্মীদের তহবিল ভিত্তিক সুবিধা ▪ কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল ▪ কর্মচারী আনুতোষিক তহবিল ▪ কর্মী কল্যাণ তহবিল	.....	২৬-২৭
▪ আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	.....	২৭-২৮
▪ মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	.....	২৮-২৯
▪ তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন	.....	২৯-৩০
▪ বাষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	.....	৩০-৩১

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

রূপকল্প (VISION)

আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠন।

লক্ষ্য (MISSION)

লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে সমাজে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য (OBJECTIVE)

- আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের নিশ্চয়তাসহ মৌলিক মানবাধিকার উন্নয়নে ভূমিকা পালন।
- কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পুঁজি গঠন।
- সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি।
- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, টেকসই কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন।
- সুশাসন ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।

কৌশল (STRATEGY)

টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন সিসিডিএ'র অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে সংস্থা নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ কর্মসূচি ও পরিসেবা গ্রহণ করে। ঋণ কার্যক্রম, প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, পানি-স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, কৃষি-মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, পরিবেশ ও জলবায়ু উন্নয়ন, ইউনিয়ন ভিত্তিক সামগ্রিক সেবা, নিরাপদ অভিবাসন, প্রশিক্ষণ ও কর্ম-সংস্থানসহ আয়বর্ধনমূলক দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী (MAIN TARGET PEOPLE)

সিসিডিএ দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের উন্নয়নে কাজ করলেও শুরু থেকে এটি সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে আসছে। তবে যে কোনভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রধান উন্নয়ন সহযোগি হিসেবে সিসিডিএ কাজ করে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ব্যবস্থাপনা (MANAGEMENT)

সাধারণ পরিষদ (GENERAL COUNCIL)

কাঠামোগত দিক থেকে সাধারণ পরিষদ সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। ফলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে প্রাথমিকভাবে সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক পেশাজীবী থেকে প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট নাগরিক সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় সিসিডিএ-র সকল কর্মকান্ড মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, আয়-ব্যয় ও বাজেট অনুমোদন করেন। সাধারণ পরিষদ প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে।

- জনাব আব্দুর রহিম খান (রুবেল)
- জনাব তবারক হোসেইন
- জনাব মুহাম্মদ ইমদাদুল হক (এফসিএ)
- জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ
- জনাব মাহবুব জামান
- জনাব মোঃ শাহজাহান
- জনাব পার্থ সারথি চক্রবর্তী
- জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর
- জনাব মলয় কান্তি সরকার
- জনাব সাইফুল ইসলাম খোকন
- মিসেস আভা দত্ত
- ড. নিতাই কান্তি দাস
- অধ্যাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম
- জনাব মোঃ ওয়ালী উল্লাহ
- মিসেস শামছুন নাহার হোসেইন
- মিসেস আয়েশা খাতুন
- জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেবরায়
- জনাব মোঃ মঈন উদ্দীন
- জনাব মোঃ মকবুল হোসেন
- জনাব নজরুল ইসলাম
- মিসেস মাহবুবা বেগম নিরু
- জনাব মোঃ ওসমান গনি
- জনাব মোঃ আবুল কাশেম
- জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঞা
- জনাব এম.এ.মতিন
- ড. মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম
- জনাব মোঃ ইমার হক ইমু (বার-এট-ল)

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ হিলালউদ্দিন
উপদেষ্টা

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

কার্যনির্বাহী পরিষদ (EXECUTIVE COUNCIL)

সিসিডিএ'র আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও বাস্তবায়নের জন্য ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ আছে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করেন। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে থেকে নির্বাচন পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সদস্য সচিব, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য নির্বাচিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সংস্থার গঠনতন্ত্র ও রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক নিয়মিত সভা ও বিশেষ সভার আয়োজন করেন। পরিকল্পনা ও পরিচালন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন করে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৭ই জানুয়ারী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিষদের মোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার মুহম্মদ হিলালউদ্দিন,
উপদেষ্টা

আব্দুর রহিম খান (রুবেল)
সভাপতি

মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক

আভা দত্ত
কোষাধ্যক্ষ

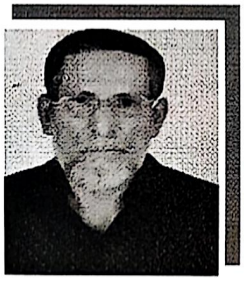

মোঃ ওয়ালী উল্লাহ
সদস্য

মোঃ শাহজাহান
সদস্য

শামছুন নাহার হোসেইন
সদস্য

প্রদীপ রঞ্জন দেব রায়
সদস্য

এম.এ.মতিন
সদস্য

নজরুল ইসলাম
সদস্য

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

অর্থ সাব-কমিটি
(FINANCE SUB COMMITTEE)

- ✓ জনাব মুহাম্মদ ইমদাদুল হক - আহবায়ক
- ✓ জনাব পার্থ সারথি চক্রবর্তী - সদস্য
- ✓ মিসেস আভা দত্ত - সদস্য
- ✓ ড. মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম - সদস্য
- ✓ জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন - সদস্য

উন্নয়ন সাব-কমিটি
(DEVELOPMENT SUB COMMITTEE)

- ✓ জনাব মলয় কান্তি সরকার - আহবায়ক
- ✓ জনাব আব্দুর রহিম খান (রুবেল)- সদস্য
- ✓ জনাব মোঃ মকবুল হোসেন - সদস্য
- ✓ জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেব রায় -সদস্য
- ✓ জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর-সদস্য

শুদ্ধাচার সাব-কমিটি
(INTEGRITY SUB COMMITTEE)

- ✓ জনাব মোঃ মকবুল হোসেন- আহবায়ক
- ✓ জনাব মোঃ শাহজাহান- সদস্য
- ✓ জনাব মলয় কান্তি সরকার - সদস্য

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটি
(SPORTS AND CULTURAL SUB COMMITTEE)

- ✓ মিসেস আয়েশা খাতুন- আহবায়ক
- ✓ মিসেস শামসুন নাহার হোসেইন - সদস্য
- ✓ জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেব রায়- সদস্য
- ✓ মিসেস আভা দত্ত - সদস্য

সাংগঠনিক তথ্য (ORGANISATIONAL INFORMATION)

১.	প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	০৪.০২.১৯৯০
২.	রেজিষ্ট্রেশনকাল	ঃ	২২.০৭.১৯৯০
৩.	প্রতিষ্ঠার স্থান	ঃ	আদমপুর, রায়পুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
৪.	ঋণ কার্যক্রম শুরু	ঃ	১৯৯৩
৫.	পিকেএসএফ-এর সহযোগি প্রতিষ্ঠান	ঃ	১৯৯৫
৬.	প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১৯৯০
৭.	মোট শাখার সংখ্যা	ঃ	১০০
৮.	উদ্বৃত্ত তহবিল	ঃ	২৪৩,৬৮,৬৪,২৪২ টাকা
৯.	মোট কর্মী	ঃ	৯১২ জন
	ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত কর্মী	ঃ	৮২২ জন
	প্রকল্প কার্যক্রমে যুক্ত কর্মী	ঃ	৯০ জন

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

নিবন্ধন তথ্য (REGISTRATION INFORMATION)

	নিবন্ধন দপ্তর		নিবন্ধন নং	তারিখ
১	সমাজসেবা অধিদপ্তর	ঃ	কুমি-৩৭৮/৯০	২২.০৭.১৯৯০
২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	ঃ	১০১০	১১.০২.১৯৯৬
৩	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)	ঃ	০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫	১৪.০৫.২০০৮
৪	জাতীয় রাজস্ববোর্ড আয়কর রেজিস্ট্রেশন	ঃ	৬৯৯৬০০৫৬২৭০৪	০২.০১.২০১৪
	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন	ঃ	০০০৬০৮৯৭৪-০২০১	০১.০৯.২০১৯
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল	ঃ	পিএফ-৯৭/আইন/কঅ-৫/২০১৩-১৪/২২১৯(৩)	০২.০৩.২০১৪
	কর্মচারী আনুতোষিক তহবিল	ঃ	০৮.০১.০০০০.০৩৫.০২.০০২৪.২০১৬/১১৭	০৭.০৯.২০১৬

রেগুলেটর ও উন্নয়ন সহযোগী (REGULATOR & DEVELOPMENT PARTNER)

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

নেটওয়ার্ক সহযোগী (NETWORK PARTNER)

nirapad

CDF

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

Health for All Now!
People's Health Movement

Bangladesh Civil Society for Migrants

MAC Foundation

ভৌগলিক কর্মএলাকা (GEOGRAPHICAL WORKING AREA)

- জেলা- ১২টি
- উপজেলা- ৫৩টি শাখা ভিত্তিক এবং ৭১টি কার্যক্রম ভিত্তিক
- ইউনিয়ন- ৫৮২টি
- গ্রাম- ২৮২৯টি
- অঞ্চল-১৭টি
- ঋণ কার্যক্রমের শাখা- ১০০টি
- প্রকল্প অফিস-৫টি
- স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র-১টি
- উপানুষ্ঠানিক স্কুল-৩৫টি
- গলদা চিংড়ি হ্যাচারী -১টি

জেলা ভিত্তিক শাখা অফিস (DISTRICT BASED BRANCH OFFICE)

জেলার নাম	কুমিল্লা	চাঁদপুর	রাঙ্গাবাড়িয়া	হবিগঞ্জ	মৌলভীবাজার	মুন্সিগঞ্জ	নরসিংদী	গাজীপুর	ফেনী	কিশোরগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	ঢাকা
শাখা অফিসের সংখ্যা	৪৪	১৩	১২	১২	২	১	৭	১	১	২	৪	১
সর্বমোট ১০০												

জনবল তথ্য (EMPLOYEE INFORMATION)

ক্রম. নং	বিবরণ	মোট	পুরুষ	নারী	নারী কর্মীর আনুপাতিক হার
১.	ঋণ কার্যক্রমে কর্মরত জনবল	৮২২	৬২০	২০২	২৪.৫৭%
২.	প্রকল্পে কর্মরত জনবল	৯০	৪০	৫০	৫৫.৫৫%
	মোট জনবল	**৯১২**	**৬৬০**	**২৫২**	**২৭.৬৩%**

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প (CURRENT PROGRAM AND PROJECT)

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা (শাখা/উপজেলা/জেলা)	
			উপজেলা/শাখা	জেলা
১.	ঋণ কার্যক্রম (ক্ষুদ্র অর্থায়ন)	জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, সুফলন, LRL 1st & 2nd Phase, এমডিপি, এমডিপি-এএফ, সাহস	৭১টি উপজেলা	১২টি জেলা
		স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ ও ইজারা অর্থায়ন)		
		কেজিএফ ঋণ কার্যক্রম (কুয়েত গুডউইল ফান্ড)	১৭টি শাখা	২টি জেলা (কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
		মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই)	৭১টি উপজেলা	১২টি জেলা
		রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রজেক্ট	২২টি শাখা	কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ
		রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)	৩টি উপজেলা	নরসিংদী
২.	সঞ্চয় কার্যক্রম	সাধারণ সঞ্চয় কার্যক্রম	৭১টি উপজেলা	১২টি জেলা
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (মাসিক)		
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (এমপি)		
৩.	ঋণ ঝুঁকি সেবা	ঋণ ঝুঁকি তহবিল	৭১টি উপজেলা	১২টি জেলা
৪.	সমৃদ্ধি কার্যক্রম (ENRICH- Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty)	সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম	১টি শাখা	ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
		জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, আয়বর্ধন ও সম্পদ সৃষ্টি কার্যক্রম		
		কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম		
		স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম		
		প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রম		
		উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম		
		শিক্ষা কার্যক্রম		
		সমৃদ্ধ বাড়ি		
৫.	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কার্যক্রম	PACE Additional Project	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		সিসিডিএ গলদা চিংড়ি হ্যাচারী		
		Sustainable Enterprise Project –SEP	৪টি উপজেলা	
		Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services	৮টি শাখা	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ
৬.	শিক্ষা কার্যক্রম	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (সমৃদ্ধি)	ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন, দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষা বৃত্তি) কার্যক্রম	৭১টি	১২টি জেলা
		উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম		

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা (শাখা/উপজেলা/জেলা)	
			উপজেলা/শাখা	জেলা
৭.	পানিয় জল ও স্যানিটেশন কার্যক্রম	Sanitation Development Loan -SDL	বরুড়া	কুমিল্লা
		Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project -WASH	৮১টি শাখা	৮টি জেলা
		Community Managed Piped Water Supply Project	পুটিয়া, দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		Building Training Capacity to Integrate Smaller Micro Finance Partners Through WCAD-BURO	৩০টি শাখা	১২টি জেলা
৮.	স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম	সিসিডিএ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	ইলিয়টগঞ্জ দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম (সমৃদ্ধি)		
৯.	কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৭১টি উপজেলা	১২টি জেলা
১০.	বিশেষ কর্মসূচি	কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি	দাউদকান্দি, তিতাস	কুমিল্লা
		সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি		
১১.	অভিবাসন সুরক্ষা কার্যক্রম	Strengthened & Informative Migration Systems -SIMS (Phase-I)	৫টি উপজেলা	কুমিল্লা

২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্প (CLOSED PROJECT, 2023 To June 2024)

ক্রম. নং	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ		প্রকল্পের ব্যয়/ঋণ বিতরণ
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	
১.	Sustainable Enterprise Project –SEP	০১.১০.২০২০	৩১.০১.২০২৪	৩১,৬৫,৩৪,০০০/-
২.	মাইক্রোফিন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এমডিপি) এবং এমডিপি-এডিশনাল ফিন্যান্স	০১.০৪.২০১৯	৩০.০৬.২০২৩	২৮,৭০,০০,০০০/-
৩.	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থায়ন স্কিম	০১.০৭.২০২০	৩০.০৭.২০২৩	-
৪.	Strengthened & Informative Migration Systems -SIMS (Phase-I)	০১.০৩.২০২১	৩১.০৩.২০২৪	৭,৫৯,৩৯,২৬০/-
৫.	PACE Additional Project)	০১.০৭.২০২৩	৩১.১০.২০২৩	৪৭,৪৪,৪০৫/-
৬.	Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services	০১.০৬.২০২০	৩১.১০.২০২২	২৬,০৭,৬৮৬/-
		০১.১১.২০২২	৩০.০৬.২০২৩	১৪,০৩,৫৭৯/-

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

কর্মসূচি ও প্রকল্প ভিত্তিক তথ্য
(PROGRAM AND PROJECT BASED INFORMATION)

১. ঋণ কার্যক্রম (MICROFINANCE PROGRAM)

সিসিডিএ ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে ঋণ দান (ক্ষুদ্র অর্থায়ন) কর্মসূচি চালু করে। প্রাথমিকভাবে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় সীমিত আকারে এই কর্মসূচির যাত্রা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগি সংস্থা হিসেবে বৃহৎ আকারে ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়। টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর নারী সদস্যদের একত্রিত করে সহজে ও স্বল্প সুদে পুঁজি সরবরাহ করা এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত সৃষ্টি, পণ্যের বহমূখীকরণ ও মূল্য সংযোজন, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ও বৈচিত্রময় কৃষি পণ্যের উৎপাদন, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ এবং আইজিএ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসহ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্পদ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অর্থায়ন বা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্ম-সংস্থান, আয়বৃদ্ধি, আর্থিক গতিশীলতা ও আয় বৈষম্য হ্রাস, নারীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থা কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ এবং ঢাকা জেলায় ১০০টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১,৬৪,২৩৭ জন সদস্যর পরিবারে ঋণ ও সঞ্চয় পরিষেবা প্রদান করছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনসহ সরকারী বেসরকারী বানিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচিতে তহবিলের যোগান দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সিসিডিএ'র ঋণ কর্মসূচি আরো বেশ কয়েকটি জেলায় প্রসারের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্যঃ

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের সংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও পুঁজি গঠনের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যঃ

- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন;
- আত্মনির্ভরশীল পরিবার গঠন;
- ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দেশীয় পণ্যের বৈচিত্রময় উৎপাদন ও বাজার সৃষ্টি করা;
- কৃষি ভিত্তিক পণ্যের উৎপাদন ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রাংশের ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- দরিদ্রদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা;
- ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদান;
- সেবা গ্রহীতাকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কম্পোনেন্ট সমূহ:

(১) জাগরণ; (২) অগ্রসর; (৩) বুনিয়াদ; (৪) সুফলন; (৫) ইনকাম জেনারেটিং অ্যাকটিভিটিস (আইজিএ); (৬) অ্যাসেটস্–ক্রিয়েশন; (৭) লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট; (৮) লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন প্রোগ্রাম (এলআরএলপি); (৯) অগ্রসর-এমডিপি; (১০) অগ্রসর-এমডিপি-এএফ; (১১) অগ্রসর-এমএফসিই; (১২) অগ্রসর- রেইজ; (১৩) অগ্রসর- এসইপি; (১৪) অগ্রসর- আরএমটিপি; (১৫) হাউজহোল্ড স্যানিটেশন; (১৬) হাউজহোল্ড ওয়াটার; (১৭) হাউজহোল্ড ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; (১৮) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন (এসডিএল); (১৯) সাহস; (২০) কেজিএফ-সুফলন; (২১) লীজ ফিন্যান্স;

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

কর্মএলাকা (উপজেলা ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা (শাখা ভিত্তিক)
১.	ঢাকা বিভাগ	ঢাকা	১.কেরানীগঞ্জ;
		নারায়নগঞ্জ	১.আড়াইহাজার; ২.বন্দর; ৩.সোনারগাঁও;
		মুন্সিগঞ্জ	১.গজারিয়া;
		গাজীপুর	১.কালিগঞ্জ;
		নরসিংদী	১.নরসিংদী সদর; ২.মাধবদী; ৩.শিবপুর; ৪.মনোহরদী; ৫.বেলাবো; ৬.রায়পুরা;
		কিশোরগঞ্জ	১.ভৈরব; ২.কটিয়াদি;
২.	চট্টগ্রাম বিভাগ	কুমিল্লা	১.দাউদকান্দি; ২.মেঘনা; ৩.তিতাস; ৪.হোমনা; ৫.চান্দিনা; ৬.মুরাদনগর; ৭.দেবিদ্বার; ৮.বুড়িচং; ৯.ব্রাহ্মণপাড়া; ১০.আদর্শ সদর; ১১.সদর দক্ষিণ; ১২.বরুড়া; ১৩.চৌদ্দগ্রাম; ১৪.লালমাই; ১৫.লাকসাম; ১৬.নাঙ্গলকোট;
		ফেণী	১.ফেণী সদর;
		চাঁদপুর	১.চাঁদপুর সদর; ২.শাহরাস্তি; ৩.হাজীগঞ্জ; ৪.কচুয়া; ৫.মতলব উত্তর; ৬.মতলব দক্ষিণ; ৭.ফরিদগঞ্জ;
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১.ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর; ২.নবীনগর; ৩.বাঞ্ছারামপুর; ৪.কসবা; ৫.আখাউড়া; ৬.নাসিরনগর; ৭.বিজয়নগর; ৮.আশুগঞ্জ;
৩.	সিলেট বিভাগ	হবিগঞ্জ	১.হবিগঞ্জ সদর; ২.লাখাই; ৩.মাধবপুর; ৪.আজমিরীগঞ্জ; ৫.বানিয়াচং;
		মৌলভীবাজার	১.শ্রীমঙ্গল; ২.শমসেরনগর
মোট	৩	১২	৫৩

সার-সংক্ষেপ	
বিষয়	**পরিমাণ**
শাখার সংখ্যা	১০০টি
সমিতির সংখ্যা	৮,০৭২টি
সমিতি সদস্য সংখ্যা	১,৬৪,২৩৭ জন
ঋণ গ্রহীতা সংখ্যা	১,১১,৯৭৯ জন
সঞ্চয় সংগ্রহ (বর্তমান বছর)	১৬৩,২৯,০১,৯৩৭ টাকা
সঞ্চয় সংগ্রহ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৮৬২,৪৩,৫০,৮৬৯ টাকা
সঞ্চয় ফেরত (বর্তমান বছর)	১১৯,৯৭,৭৯,৭৬৩ টাকা
সঞ্চয় ফেরত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৬০৮,১১,৭৫,৪০০ টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	২৫৪,৩১,৭৫,৪৬৯ টাকা
ঋণ বিতরণ (বর্তমান বছর)	১২০৩,৫৩,২৭,০০০ টাকা
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৬৫৪৭,৮৭,০১,৫০০ টাকা
ঋণ আদায় (বর্তমান বছর)	১১২৪,৩৮,৫৮,৪৭৪ টাকা
ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৫৮৮৪,৫৭,২৫,৪৬২ টাকা
ঋণ স্থিতি	৬৬৩,২৯,৭৬,১৩৪ টাকা
ঋণের গড় আকার	৬১,৮০৬.৩৭ টাকা
ঋণ আদায়ের হার	৯৯.২৯%
কর্মসূচির আওতাধীন জেলার সংখ্যা	১২টি
কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলার সংখ্যা	শাখা ভিত্তিক-৫৩টি এবং কার্যক্রম ভিত্তিক-৭১টি
কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়নের সংখ্যা	৫৮২টি
কর্মসূচির আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা	২,৮২৯টি

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis)

Performance Parameters	Different Aspects	PKSF Standard	CCDA Result	Satisfactory/ Unsatisfactory
Long Term Solvency Ratio	Debt : Capital	Max 9 : 1	2.04	Satisfactory
	Capital Adequacy Ratio	Min 10 %	35.92%	Satisfactory
	Debt Service Cover Ratio	Min 1.25 : 1	1.26	Satisfactory
Short Term Solvency Ratio	Current Ratio	Min 2 : 1	1.65	Satisfactory
	Liquidity To Savings Ratio	Min 15%	21.68%	Satisfactory
Profitability Ratio	Return On Capital (ROE)	Min 1 %	25.82%	Satisfactory
	Return On Asset (ROA)	Min 3%	7.36%	Satisfactory
Productive Ratio	Member : Branch	1500-2000	1642	Satisfactory
	Credit Officer : Member	1 : 350-400	1:312	Unsatisfactory
	Borrower Coverage	Min 70 %	68.18%	Unsatisfactory
	Credit Officer : Borrower	1 : 240-250	1:212	Unsatisfactory
	Credit Officer: Loan Outstanding (Crore TK)	1 : 120-130 (Crore TK)	1 : 12,755,723.34	Satisfactory
Portfolio Quality Ratio	On Time Realization Rate (OTR)	Min 92 %	94.93%	Satisfactory
	Cumulative Recovery Rate (CRR)	Min 95 %	99.29%	Satisfactory
	Portfolio At Risk (PAR)	Less Than or Equal 5 %	9.78%	Unsatisfactory
	Good Loan as a percentage of loan outstanding	92%	90.22%	Unsatisfactory
Extra				
Extra Ratio	Savings & Loan Outstanding Ratio	25%-30%	38.34%	Satisfactory
	Member Per Samity	30	20.35	Unsatisfactory
	FO Per Samity	15	15.52	Satisfactory
	Average Loan Size	TK. 60,000	61,806.37	Satisfactory
	Outstanding Per Borrower	TK. 50,000	59,234.11	Satisfactory
	Portfolio Per Staff	TK. 80,00,000	8,229,498.93	Satisfactory
	Portfolio Per Branch	TK. 5-6 (Crore Tk)	65,029,177.79	Satisfactory
	OSS(Cumulative)	125-130%	147.32%	Satisfactory
	Delinquency/Overdue Rate=DR	5%	6.38%	Unsatisfactory

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ঋণ কার্যক্রমের সর্বশেষ পাঁচ বছরের ধারাবাহিক অগ্রগতি তথ্য

বিগত ৫বছরেরর ঋণ বিতরণ তথ্য (কোটি টাকা)

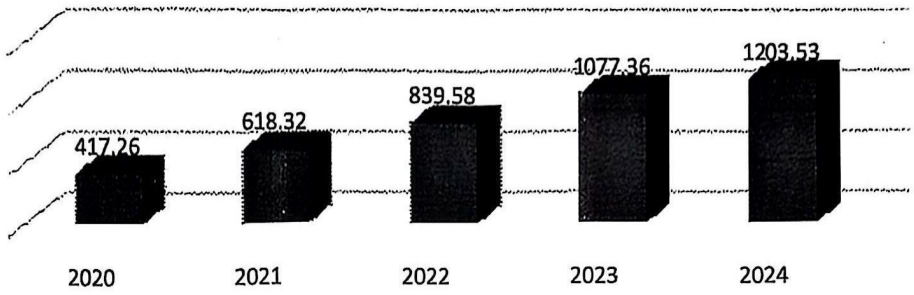

বিগত ৫বছরেরর ঋণ স্থিতি তথ্য (কোটি টাকা)

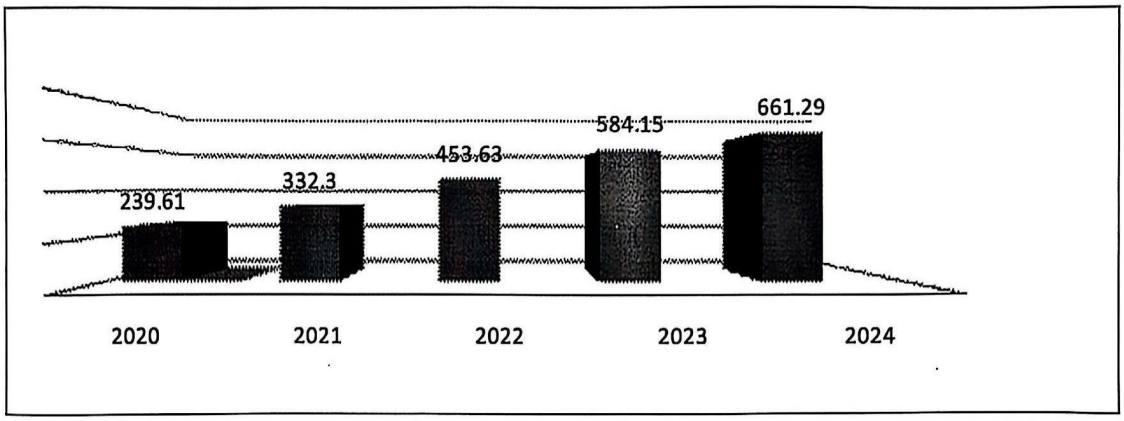

বিগত ৫ বছরের সদস্য সঞ্চয় স্থিতি তথ্য (কোটি টাকা)

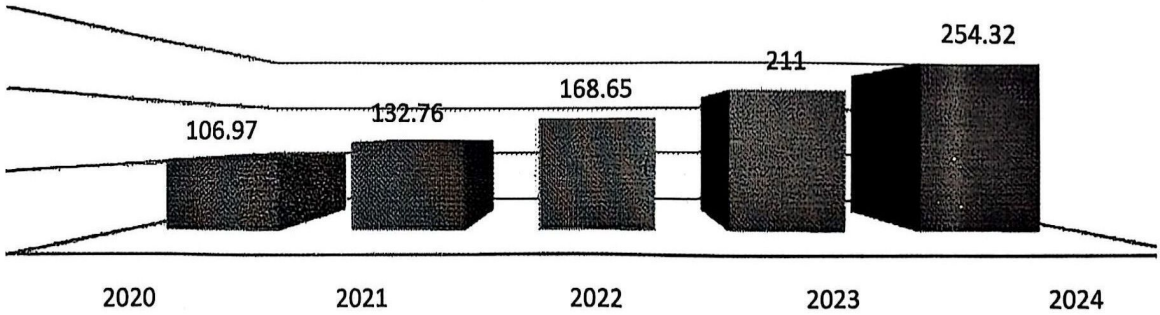

বিগত ৫ বছরের উদ্বৃত্ত তথ্য (কোটি টাকা)

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ঋণ কার্যক্রমে বকেয়া

ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বকেয়া একটি বকেয়ার ফলে সংস্থার মূলধন ঘাটতির সৃষ্টি হয় এবং পুন:বিনিয়োগের সুযোগ নষ্ট হয়। বকেয়ার ফলে প্রভিশনাল ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং কাংক্ষিত মুনাফা অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বিভিন্ন কারণে ঋণ বকেয়া পড়ে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সদস্যর পুঁজি হারানো, যাচাই বাছাই ছাড়া ঋণ বিতরণ, ঋণের টাকা নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না করা। সংস্থার বকেয়ার তথ্য নিম্নরূপঃ

- খাত ভিত্তিক বকেয়াঃ

ঋণ কম্পোনেন্ট	জুন ২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া স্থিতি (টাকা)	জুন ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া স্থিতি (টাকা)	অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি
জাগরণ	৯,২৩,৬৭,১৩৮	৬,০২,০১,২৭০	-(৩,২১,৬৫,৮৬৮)
অগ্রসর	১২,৮০,০৬,১২১	২৩,২৯,০১,৪৩০	১০,৪৮,৯৫,৩০৯
বুনিয়াদ	১২,২০,২৯৪	৬,৪০,৫০৪	-(৫,৭৯,৭৯০)
সুফলন	৩,৩৬,৮৬,৬৫৪	৪,৮৩,১১,৯১৭	১৪৬২৫২৬৩
কেজিএফ	১,৭২,৩৪,১৯২	৩,৫৮,৫১,১২৮	১,৮৬,১৬,৯৩৬
সমৃদ্ধি	২৮,৬০,৭৭০	৩৭,৬৭,৬৩৬	৯,০৬,৮৬৬
সাহস	০০	০০	০০
রেইজ	১,০৩,২৪৮	১৩,৮০,৪১৫	১২,৭৭,১৬৭
আরএমটিপি	০০	২,৯১,৯৭০	২,৯১,৯৭০
বিডিওয়াস	১,৯৯,৩৬৩	৩৯,৯৬,৬০২	৩৭,৯৭,২৩৯
অন্যান্য	২,১০,৫৪,৮৯৬	৩,৫৯,১২,৯৮৪	১,৪৮,৫৮,০৮৮
মোট	**২৯,৬৭,৩২,৬৭৬**	**৪২,৩২,৫৫,৮৫৬**	**১২,৬৫,২৩,১৮০**

- বকেয়ার শ্রেণী বিন্যাস

শ্রেণী বিন্যাস (দিন)	বকেয়া স্থিতি (টাকা) ২০২২-২৩ অর্থবছর	বকেয়া স্থিতি (টাকা) ২০২৩-২৪ অর্থবছর	অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি
১-৩০	৭৪,৯৭,৭৫০	৩,৭৫,৪২,৪৭৪	৩,০০,৪৪,৭২৪
৩১-১৮০	৩,৬৫,১৪,২৮০	১০,৮৯,৬৩,১১৩	৭,২৪,৪৮,৮৩৩
১৮১-৩৬৫	৪,০৩,১২,৩৩২	১৪,০৩,৫৩,১৮৬	১০,০০,৪০,৮৫৪
৩৬৫>	২১,২৪,০৮,৩১৪	১৩,৬৩,৯৭,০৮৩	-(৭,৬০,১১,২৩১)
মোট	**২৯,৬৭,৩২,৬৭৬**	**৪২,৩২,৫৫,৮৫৬**	**১২,৬৫,২৩,১৮০**

- পাঁচ বছরের বকেয়ার পরিসংখ্যান (কোটি টাকা)

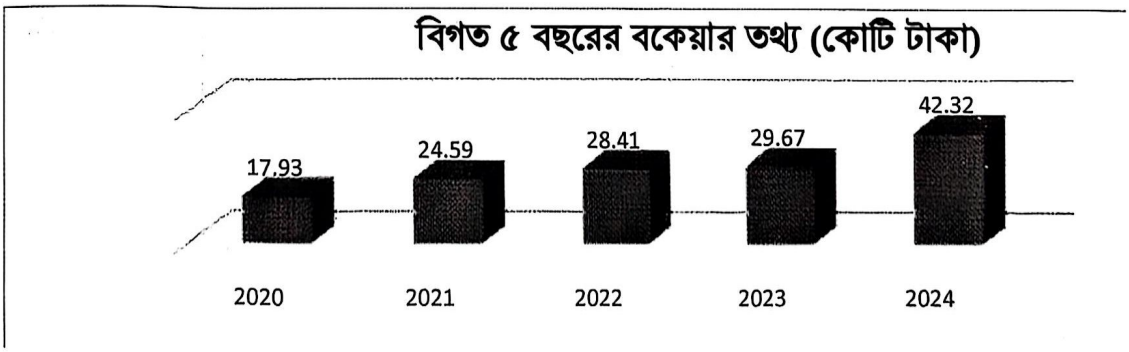

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

• বকেয়া অবলোপন তথ্য		
সময়	অবলোপনের পরিমাণ (টাকা)	আদায় (টাকা)
ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট অবলোপন	১৪,১৯,৭০,৮৩২	৬০,৫৩২

২. সঞ্চয় কার্যক্রম (SAVINGS PROGRAM)

সঞ্চয়ের মূল প্রয়োজনীয়তা হল ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের যে কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই। সঞ্চয় পারিবারিক ও জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ঋণ কার্যক্রমে সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন ও দুর্যোগকালীন অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস হয়। সদস্যদের দুর্যোগকালীন ঝুঁকি ও পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্থা তিন ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করেছে।

ক) সাধারণ সঞ্চয়ঃ

ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের নির্দিষ্ট অংকের টাকা সপ্তাহে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। সদস্যগণ প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ সঞ্চয় জমা করতে পারেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাধারণ সঞ্চয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থ বছর	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	হ্রাস/বৃদ্ধি
সদস্য সংখ্যা	১,৫২,২৮২	১,৬৪,২৩৭	১১,৯৫৫
সঞ্চয় জমা	১১৩,৮৪,০২,৮৩৩	১১৭,৯৭,৪২,৫৫৪	৪,১৩,৩৯,৭২১
সঞ্চয় ফেরত	৮৬,৬৮,৬৪,৫৩৩	৯০,৯৮,৬৩,৯৪০	৪,২৯,৯৯,৪০৭
সঞ্চয় স্থিতি	১৬২,৮৭,৭৭,৬৪০	১৮৯,৮৬,৫৬,২৫৪	২৬,৯৮,৭৮,৬১৪

খ) বিশেষ সঞ্চয়ঃ

বিশেষ সঞ্চয় একটি মেয়াদি আমানত প্রকল্প। ২০১৪ সাল থেকে এটি চালু আছে। ঋণ কার্যক্রমের সদস্যগণ সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদে মাসিক সঞ্চয় ও এককালীন আমানত জমা করতে পারেন। মাসিক ভিত্তিতে অথবা এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় জমা রেখে মেয়াদ শেষে লাভসহ সঞ্চয় উত্তোলন করা যায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বছরের বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থ বছর	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	হ্রাস/বৃদ্ধি
সদস্য সংখ্যা	৩২,৭৮৯	৩২,২৪০	-৫৪৯
সঞ্চয় জমা	১৮,৭৪,১৭,৯০০	২৫,৪৯,৬৭,২২০	৬,৭৫,৪৯,৩২০
সঞ্চয় ফেরত	১৩,৪১,১৯,৮৮০	২০,২৬,৯৫,৫০০	৬,৮৫,৭৫,৬২০
সঞ্চয় স্থিতি	৩৫,৭৬,০০,২৬০	৪০,৭০,৯০,৭৮০	৪,৯৪,৯০,৫২০

গ) বিশেষ সঞ্চয় -এমপি (মাস ভিত্তিক লভ্যাংশ):

বিশেষ সঞ্চয়–এমপি (মাস ভিত্তিক লভ্যাংশ) একটি স্থায়ী আমানত। আমানতকারীদের স্থায়ী আমানতের/সঞ্চয়ের উপর প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অংকের লাভ প্রদান করা হয়। এটির সর্বোচ্চ সুদ ১১.৫০% এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। আমানতকারী যে কোন সময়ে এটি নগদায়ন করতে পারেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিশেষ সঞ্চয় (এমপি) কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থ বছর	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	হ্রাস/বৃদ্ধি
সদস্য সংখ্যা	১,১৫৩	৫৩৮	-(৬১৫)
সঞ্চয় জমা	১২,৫৭,৮৫,০০০	১৯,৮৫,২১,৩৬৫	৭,২৭,৩৬,৩৬৫
সঞ্চয় ফেরত	২,৭৪,৪২,৬৪৫	৮,৭৫,৪৯,৫২৫	৬,০১,০৬,৮৮০
সঞ্চয় স্থিতি	১২,৩৬,৭৫,৩৯৫	১৮,৮১,২৪,৩৪৫	৬,৪৪,৪৮,৯৫০

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

৩. ঋণ ঝুঁকি তহবিল সেবা কার্যক্রম (RISK FUND PROGRAM)

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় দরিদ্র মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়ে থাকে। এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে "ঝুঁকি তহবিল" নামে একটি সেবা চালু আছে। এটিকে ঋণ কার্যক্রমের বীমা সুবিধাও বলা যায়। এই সুবিধার আওতায় সদস্যগণ ৫.০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ঝুঁকি সুবিধা পাবেন এবং প্রতিবার ঋণ গ্রহণের সময় প্রতি হাজারে ১০ টাকা (বুনিয়াদ ঋণে ৫ টাকা) প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। তহবিলের আওতাভুক্ত কোন সদস্য বা তার ঋণ সহযোগীর মৃত্যু হলে ঐ সদস্যের প্রযোজ্য সকল ঋণের স্থিতি বা দায় স্থায়ীভাবে মওকুফ করা হয়। একই সাথে মৃত সদস্য/সহযোগির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তহবিল থেকে এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া ঋণ ঝুঁকি তহবিলের আওতায় সদস্যর গবাদি পশু ক্রয় (মৌসুমী ঋণ) ঋণের টাকায় কেনা পশুর মৃত্যু হলে ঋণের স্থিতি/দায় মওকুফ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ঝুঁকি তহবিলের তথ্য নিম্নরূপঃ

বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর			২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর		
	ঋণ ঝুঁকি তহবিল	গবাদি পশু ঝুঁকি তহবিল	মোট	ঋণ ঝুঁকি তহবিল	গবাদি পশু ঝুঁকি তহবিল	মোট
সদস্য সংখ্যা	১,৫২,২৮২	-	১,৫২,২৮২	১,৬৪,২৩৭	-	১,৬৪,২৩৭
প্রিমিয়াম আদায়	১১,০৯,১২,৩০৭	৫৭,৮৬,৪১০	১১,৬৬,৯৮,৭১৭	১১,৯০,৩৮,১৪৫	৫২,৮৫,২৫০	১২,৪৩,২৩,৩৯৫
দাবি পরিশোধের পরিমাণ	৪,৮৮,৩০,৩৪০	১৫,১১,৮০০	৫,০৩,৪২,১৪০	৫,৬৫,৯৫,৩৬৩	৭,৯০,৪২২	৫,৭৩,৮৫,৭৮৫
ঝুঁকি তহবিলের স্থিতি	২৭,৭১,৪৩,০৩২	৩,০০,৪২,৫৮৪	৩০,৭১,৮৫,৬১৬	৩৫,৩৭,৩৭,৩৬৮	২,০৩,৮৫,৮৫৮	৩৭,৪১,২৩,২২৬

৪. সমৃদ্ধি কর্মসূচি (ENRICH- Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Poverty)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বা ENRICH মূলত একটি মানব কেন্দ্রিক বহুমাত্রিক সমন্বয়ধর্মী উন্নয়ন মডেল। এটি প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সক্ষমতার বিকাশসহ টেকসই মানব উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানুষের সম্ভাবনা ও সক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সিসিডিএ এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে। এ মডেলে প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি ব্যক্তিই উন্নয়নের স্বতন্ত্র ইউনিট এবং যুগপতভাবে একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থার অখন্ড অংশ।

এই কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবার কেন্দ্রিক প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও আইজিএ ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণের টেকসই পরিকল্পনা। এছাড়াও কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি সৃষ্টিশীল জাতী গঠনে ভূমিকা রাখা। ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রকল্পটি অদ্যাবধি চলমান আছে। এই প্রকল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে ৭৭,৪৬,৮৫৯ টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭,৯২,৯৮,০৩৪ টাকা।

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জন	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অর্জন
১	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সংগঠিত সদস্য সংখ্যা	২৪৬৬	২৮৫৩৪
২	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ গ্রহীতা সদস্য সংখ্যা	১৫১২	৩৪৮৯৪
৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিক সেবা	৪২৬০	৩৫০০৩
৪	স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেবা	২৫৮৮	১৭৬৬১
৫	স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বধির ক্যাম্প	৪	৪৩
৬	চক্ষুক্যাম্প	১	৯

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

৭	ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়েছে	১০৫৯	১১৩৫১
৮	স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত লিফলেট/পোষ্টার বিতরণ	০	২০২০০
৯	শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন	২৭	৩৯৬
১০	শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও কোচিং প্রদান	৩৫৩	৯৫৮৯
১১	বন্ধু চুলা স্থাপন	৩৭২	৩৭২
১২	ঔষধি চারা রোপন		২৫৮০০
১৩	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০ জন	৪৫৮
১৪	যুব প্রশিক্ষণ	১৭৫ জন	৯০৫
১৫	বিশেষ সঞ্চয়	৪৬ জন	৪৬
১৬	সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন	৫ জন	৯
১৭	সবজি বীজ বিতরণ	০	০
১৮	ভিক্ষুক বা উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন	১১	১১
১৯	গভীর নলকূপ স্থাপন	০	৩৪
২০	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (মসজিদ, স্কুল) স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন	০	৪০
২১	দরিদ্র পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদান	০	৪১০
২২	ব্রীজ/সাঁকো মেরামত	০	০৯
২৩	কেঁচো কম্পোষ্ট (ভার্মি কম্পোস্ট) সার উৎপাদনকারী সদস্য	১০০	১০০
২৪	সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরী	৯৮	১০০
২৫	কর্মী প্রশিক্ষণ (শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যকর্মী)	৪৬	৫০২

৫. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩ এর আলোকে প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অসচ্ছল প্রবীণদের জন্য "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত পরিষেবাসমুহ প্রদান করা হচ্ছে। সিসিডিএ ২০১৭ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" গ্রহণ করে। প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন।
- পরিপোষক-ভাতা, বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কিম চালু করা।
- 'শ্রেষ্ঠ প্রবীণসম্মাননা' এবং প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী সন্তানদের 'শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা' প্রদান।
- অতিদরিদ্র প্রবীণদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবা এবং ফিজিওথেরাপি এইড প্রদান।
- প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদান।
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতির তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জন	প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অর্জন
১.	ইউনিয়নে প্রবীণ জন সংখ্যা	১৬৬০	১৬৬০
২.	প্রবীণ কমিটির সংখ্যা (ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন)	১১	১১
৩.	গ্রাম প্রবীণ কমিটির সভা	৯	৯
৪.	ওয়ার্ড প্রবীণ কমিটির সভা	৯	৯
৫.	ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভা	১	১

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

৬.	শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা পুরস্কার ও এককালীন আর্থিক সুবিধা	০	১৮
৭.	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা মেডেল ও সনদ	০	১৯
৮.	প্রবীণদের জন্য আইজিএ প্রশিক্ষণ	০	৫০ জন
৯.	প্রবীণদের ওরিয়েন্টেশন	৮৭৫	৮৭৫
১০.	স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (মাস ভিত্তিক)	৪৯৪	৪০৩০
১১.	মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অনুদান	০	৭
১২.	মাসিক পরিপোষক ভাতা (বয়স্ক ভাতা) প্রদান (জন)	১৮১৭	৬৬৫৩
১৩.	মাসিক পরিপোষক ভাতা (বয়স্ক ভাতা) প্রদান (টাকা)	৯০৮৫০০	৩২,১৯,৫০০
১৪.	নিজ ভূমে আবাসন	০	০
১৫.	প্রবীণদের শীত বস্ত্র বিতরণ (কম্বল)	৭৫	২৫৫
১৬.	প্রবীণদের শীত বস্ত্র বিতরণ (চাদর)	০	১০০
১৭.	প্রবীণদের ছাতা বিতরণ	০	৪০
১৮.	প্রবীণদের বাথরুম কমোড চেয়ার বিতরণ	০	৪০
১৯.	প্রবীণদের ওয়াকিং স্টিক বিতরণ	০	৪০
২০.	প্রবীণদের হুইল চেয়ার বিতরণ	২	১৪

৬. কৈশোর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

আজকের কিশোর-কিশোরী আগামী দিনের দেশ ও সমাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে এটিই বাস্তবতা। বৈশ্বিক সমাজ কাঠামোর ভবিষ্যৎ রূপরেখা লুকায়িত থাকে প্রধানত তরুণদের মধ্যে। দেশে চলমান "জনমিতিক লভ্যাংশ'র সুফল পেতে কিশোরদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি উন্নত মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে 'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ -এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে সিসিডিএ ২০১৯ থেকে কৈশোর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোপূর্বে একাধিক জেলায় উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। ২০২৩ সাল থেকে উক্ত কর্মসূচি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও তিতাস উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি			মন্তব্য
		দাউদকান্দি	তিতাস	মোট	
১.	মোট লক্ষভুক্ত কিশোর কিশোরী	৬৬৪৮	৩৮২৭	১০৪৭৫	
২.	বাস্তবায়নকারী উপজেলা সংখ্যা	১	১	২	
৩.	কিশোর কিশোরী ক্লাব সংখ্যা	২৮৮	১৬২	৪৫০	
৪.	সামাজিক সচেতনতা	১৬	৯	২৫	
৫.	স্বাস্থ্য বিষয়ককার্যক্রম	১৬	৯	২৫	
৬.	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াপ্রতিযোগীতা	১৯	১২	৩১	
৭.	উঠান বৈঠক	১৪৯	১৩৪	২৮৩	
৮.	প্রকল্প বাজেট (২০২৩-২৪)	৮২৪২০০	৬৫৪৪০০	১৪৭৮৬০০	

৭. সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

সিসিডিএ বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর আওতায় মৎস্য চাষ উপ-খাতে 'কুমিল্লা জেলার প্লাবণভূমি অঞ্চলে টেকসই মৎস্য চাষ কেন্দ্রিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন' শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাস থেকে বাস্তবায়ন করছে।

সিসিডিএ'র কর্ম এলাকা কুমিল্লার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্লাবনভূমি। এসব ভূমির কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের অভাবে প্লাবনভূমি অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ ছিল অতিদরিদ্র। গত দুই দশকে সিসিডিএ'র আর্থিক, কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতার ফলে প্লাবনভূমি এখন বিশাল এক সম্ভাবনার নাম। পরিকল্পিত মৎস্য ও শস্য চাষ এবং আরো উদ্ভাবনীমূলক বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাবনভূমি এ

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

অঞ্চলের মানুষের সামনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিসিডিএ মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি 'পরিবর্তন ও অর্জন আকাঙ্খার প্রেষণা' তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এর ফলে ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং কর্মসংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। মৎস্য চাষ কেন্দ্রিক ব্যবসা ভ্যালু-চেইন এবং সেই সাথে জাতীয় অর্থনীতিতে এ অঞ্চলের উদ্যোক্তাগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসইপি প্রকল্প মূলত মৎস্য চাষ কেন্দ্রিক উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উদ্যোগকে আরো বেগবান, টেকসই এবং সেই সাথে পরিবেশবান্ধব রাখার চেষ্টা করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের গুচ্ছ-ব্যবসা ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতা ও উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে ভুমিকা রাখছে। এ পর্যন্ত ২০২০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগকে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি-২০২৪ মাসে শেষ হয়েছে।

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জন	জুন-২০২৪ পর্যন্ত মোট অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৫,৭০০ জন			
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	২০২০ জন	২৩৪২ জন	২৪২২ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা	১৩টি	১৩টি	১৩টি	
৪.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ব্যাচ (সদস্য)	-	৭৯টি	৮৬টি	
	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য	-	১৯৫৫ জন	২৫০৩জন	
৫.	কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যাচ	৫টি	৮টি	০৯টি	
	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মী	-	২৩৩ জন	৩৩৪ জন	
	কর্মীর এক্সপোজার ভিজিট ব্যাচ	০৩টি	৬টি	০৯টি	
	এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	-	১৭০ জন	২৫৫ জন	
৬.	ঋণ স্থিতি (টাকা)	-	১৯,১২,৯২,৯৯৬	১৭,৮৩,৮৭,৪৯৩	
	ঋণ বিতরণের সংখ্যা	-	৫২০৪ জন	৫৮৯৬ জন	
	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (টাকা)	-	৭৭,১৩,৮০,০০০	৮৯,২৫,৯৯,০০০	
৭.	প্রকল্প বাজেট (টাকা)	৩১,৬৫,৩৪,০০০			

৮. প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন ও প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প

সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সিসিডিএ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতায় এবং International Fund for Agricultural Development (IFAD)-এর অর্থায়নে PACE(Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project) প্রকল্পটি ২০১২ সালে শুরু হয়েছে। একাধিক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে দাউদকান্দি ও পার্শ্ববর্তী উপজেলার মৎস্য চাষিদের আধুনিক ও প্রযুক্তিগত চাষ পদ্ধতি, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং জৈব ও মিশ্রচাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বর্তমানে PACE-Additional প্রকল্পের আওতায় ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ ইউনিয়ন এবং তিতাস উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের ১২৯৫ জন মৎস্য চাষি নিয়ে সফলতার সাথে "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে গলদা চিংড়ি চাষীদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ১লা জানুয়ারী ২০২১ থেকে শুরু হয়ে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্প চলমান ছিল। উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পের অধীনে সিসিডিএ'র নিজস্ব গলদা চিংড়ি হ্যাচারীতে উৎপাদিত চিংড়ি পোনা/পিএল স্থানীয় মৎস্য চাষীদের নিকট সুলভমূল্যে বিতরণ/বিক্রয় করা হয়। পেইস প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য নিচে দেয়া হলো:

এক নজরে প্লাবনভূমিতে গলদা চিংড়ি ও মিশ্র মাছের চাষ প্রকল্পের তথ্য		
১.	চিংড়ি চাষের অধীনে জমির পরিমাণ	৪২৭ একর
২.	মোট গ্রুপ	৫১ টি
৩.	মোট সদস্য	১,২৯৫ জন
৪.	প্রদর্শনী খামার	৪০টি
৫.	মানসম্মত এ্যকুয়াকালচার চর্চা প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৫০ জন

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

৬.	বিজনেস প্ল্যান মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ	৫২ জন
৭.	প্রকল্প হতে প্রদত্ত প্রযুক্তি গ্রহণকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক	৩০ জন
৮.	উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যবসারত কৃষক	১১৫ জন
৯.	হ্যাচারির পিএল ব্যবহারকারী কৃষক	২৬৭ জন
১০.	প্রোবায়োটিক ব্যবহারকারী কৃষক	২৫৫ জন
১১.	নিয়মিত পানি ও মাটির মান ব্যবহারকারী কৃষক	২২০ জন
১২.	গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন	১৯,৩৮,৪৬৮টি
১৩.	উপ-প্রকল্পের মেয়াদ	অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত
১৪.	প্রকল্পের বাজেট (জানুয়ারী ২০২১- সেপ্টেম্বর ২০২২)	৯৩,০৪,২২১ টাকা
১৫.	প্রকল্পের বাজেট (অক্টোবর ২০২২- জুন ২০২৩)	৫৯,৬০,২১৪ টাকা
১৬	প্রকল্পের বাজেট (জুলাই ২০২৩ - অক্টোবর ২০২৩)	৪৭,৪৪,৪০৫ টাকা

৯. Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)

শহর (urban) ও শহরতলির (peri-urban) এলাকার কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা। RAISE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ৭০টি সহযোগী সংস্থা দেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাবসাগুচ্ছের আওতাধীন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ব্যাবসা-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পুনরায় সচল করতে সহজশর্তে অর্থায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন ও উপযুক্ত অর্থায়ন করা হচ্ছে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা প্রদান করে উপযুক্ত কর্মে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পার্বত্য অঞ্চল, চর, হাওড়, চা-বাগান ও উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের এ প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। রেইজ প্রকল্পটি সিসিডিএ কুমিল্লা ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলার ২২টি শাখায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন করা;
- স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) পদ্ধতি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীঃ

- ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য;
- তুলনামূলকভাব পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পরিবার;
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	**কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর রেইজ ঋণ বিতরণ**			
১.১	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ প্রদান।	১২০০ জন	১২০০জন	
১.২	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে অগ্রসর রেইজ ঋণ বিতরণ।	১২কোটি	১২ কোটি	
১.৩	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" (আরএমবিসি) প্রশিক্ষণ প্রদান।	১২০০ জন	১১৯৯ জন	১ জনের মৃত্যুজনিত কারণে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হয়নি।
১.৪	ঋণের স্থিতি	৭.৪৫ কোটি	৭.৪৫ কোটি	

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

২.	**স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর রেইজ ইয়ুথ ঋণ বিতরণ**			
২.১	স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ।	১২০৫ জন	১১৯৩ জন	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.২	স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন (বিএমইডি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১২০৫ জন	১০৬৪ জন	
৩.	**স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম**			
৩.১	মাস্টার ক্রাফটস পার্সন (MCP) নির্বাচন	৫০ জন	৫০ জন	
৩.২	মাস্টার ক্রাফটস পার্সন ওরিয়েন্টেশন	৪৫ জন	৪৫ জন	
৩.৩	শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষানবিশদেরকে ৬ মাস ব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান	২০০ জন	২০০ জন	
৩.৪	শিক্ষানবিশদেরকে ৫ দিনব্যপি "লাইফস্কিল উন্নয়ন"প্রশিক্ষণ প্রদান	২০০ জন	২০০ জন	
৪.	কমিউনিটি আউটরিচ সভা	১১৪৪ জন	১১৪৪ জন	
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী শাখা	২২ টি	২২ টি	
৬.	প্রকল্প বাজেট (টাকা)	২,৩১,৪১,৫৭৭	২,০৪,০৪,৯৩৩	

১০. Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)

RMTP প্রকল্পের আওতায় সিসিডিএ নরসিংদী জেলার শিবপুর, রায়পুরা, মনোহরদী উপজেলায় "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

উক্ত প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-
ক) নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি;
খ) প্রক্রিয়াজাত মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি;
গ) স্থানীয় চাষীদের মধ্যে নিরাপদ মৎস্য চাষ উপকরণ সরবরাহ ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;
ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে সেবা বাজার তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও টেকসই খাতের সৃষ্টি করা;
ঙ) পরিবেশবান্ধব নিরাপদ পুষ্টিমান খাদ্য উৎপাদন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি করা; এবং
চ) নারী ও যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ ও অগ্রগতি	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৬,০০০ জন	৬,০০০ জন	
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	৩,৭৮০ জন	২,৮০০ জন	
৩.	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	৪,৫০০ জন	৩,০০০ জন	
৪.	ঋণের স্থিতি (টাকা)	৩,০১,৩৩,৭৮৮.০০		
৫.	বাস্তবায়নকারী শাখা	নরসিংদী জেলার ৫ টি শাখা (মরজাল, শিবপুর, মনোহরদী, ইটাখোলা, রাধাগঞ্জ।)		
৬.	প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত		
৭.	প্রকল্পের বাজেট (টাকা)	২,৬৯,৬০,০০০ .০০		

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

১১. মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই)

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ একটি উদীয়মান খাত যেখানে দুইশতটিরও বেশী ধরনের ব্যবসা রয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। যেখানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নিম্ন আয়ের মানুষ কর্মরত সেখানে ভৌগলিকভাবে বৈচিত্রময় এই খাতসমূহ বিদ্যমান। অথচ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য কমাতে খাতসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগের গুরুত্ব থাকা সত্তেও এই খাত বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছেয়ে গেছে এবং পর্যাপ্ত অর্থের অভাব ক্ষুদ্র উদ্যোগ বৃদ্ধির একটি প্রধান বাধা। ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সামগ্রিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সিসিডিএ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র উদ্যোগকে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর অর্থাৎ মে ২০২৩ হতে জুন ২০২৮ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রম. নং	বিবরণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	ঋণী সদস্য সংখ্যা	২,৮০৮	
২.	ঋণ বিতরণ	২৯,৮৩,৮৬,০০০	
৩.	ঋণ আদায়	১৩,৬১,২৩,৭৫৫	
৪.	ঋণ স্থিতি	১৬,২২,৬২,২৪৫	
৫.	বাস্তবায়নকারী শাখা	৭২	
৬.	প্রকল্পের মেয়াদ	জুন ২০২৮	
৭.	প্রকল্পের বাজেট	ঋণ ব্যতীত পৃথক পরিচালন বাজেট নেই	

১২. স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট

সিসিডিএ মাঠপর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের আওতায় নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য যাদের মূলধন সম্পদ অর্জনের প্রয়োজন তাদের চাহিদা মেটাতে "স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ ও ইজারা অর্থায়ন)" নামে নতুন দুইটি আর্থিক সেবা চালু করেছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণায় তরুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহ সৃষ্টি করা, উদ্ভাবনী ও সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক ধারণা ও স্বাধীন উদ্যোগের পৃষ্টপোষকতা করা এবং ব্যবসা/উদ্যোগ চালু করার জন্য পুঁজি সরবরাহ করা। এটি একটি চলমান প্রকল্প।

ক্রম.নং	বিবরণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	ঋণী সদস্য সংখ্যা	০৮	
২.	ঋণ বিতরণ	১৫,৩৬,০০০	
৩.	ঋণ আদায়	৬,৭৪,২০৬	
৪.	ঋণ স্থিতি	৮,৬১,৭৯৭	
৫.	বাস্তবায়নকারী শাখা	৭২	
৬.	প্রকল্পের মেয়াদ	চলমান	
৭.	প্রকল্পের বাজেট	ঋণ ব্যতীত পৃথক পরিচালন বাজেট নেই	

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

১৩. শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৯০ সালে মৃদু পায়ে যাত্রার প্রথম দিন থেকে সিসিডিএ'র নেতৃত্ব শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যে মৌলিক উপাদান এ বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসমতা দূরীকরণে এবং সুবিধাবঞ্চিতদের কর্মসংস্থানে শিক্ষা সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। বিষয়টি মাথায় রেখে সিসিডিএ শিক্ষা প্রসারে সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং স্বল্প আয়ের মানুষের কল্যাণে অংশগ্রহণমূলক তহবিল গঠনে উদ্যোগ নেন। প্রান্তিক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য সিসিডিএ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রসারের তুলনায় মূল ধারার শিক্ষার উপর প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রসারণে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। সংস্থার উপকারভোগি সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টি করে। সূচনা থেকে এই কর্মসূচি সিসিডিএ'র কর্মএলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে সিসিডিএ কর্মীদের সন্তানদের জন্যও শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করে। প্রয়োজন এবং কার্যকারিতা সব দিক থেকেই শিক্ষাবৃত্তি সুবিধাভোগির সন্তানদের মধ্যে বিশেষ প্রণোদনা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

ক) প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিঃ

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সিসিডিএ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বেশ কিছু বিশেষায়িত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন স্কুল পরিচালনা করছে। এ কর্মসুচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে। কর্মসূচির আওতায় ২৭টি বিশেষায়িত বৈকালিক স্কুলে ৩৫৩ জন প্রান্তিক শিশু শিক্ষকদের নিবিড় তত্তাবধানের ভেতর তাদের শিক্ষা সমাপন করছে। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এটি বেশ কার্যকর মডেল। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এখানে সারা বছর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা হয়ে থাকে। প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত ৩৯৬টি শিক্ষাকেন্দ্রে ৯৫৮৯ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন।

খ) শিক্ষা সহায়তা -শিক্ষাবৃত্তিঃ

দেশের অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে পারছে না। আবার অনেক অভিভাবক মেধাবী সন্তানদের আর্থিক দুরবস্থার কারণে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অপারগ। ফলে তাঁরা সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সিসিডিএ উপকারভোগী সদস্যের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষা বৃত্তি) কার্যক্রম চালু করে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এককালীন ও মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা সহায়তার (শিক্ষা বৃত্তি) কর্মসূচির আওতায় মোট ৭,০৮,৮০০ (সাত লক্ষ আট হাজার আটশত) টাকা সদস্যর সন্তানদের বৃত্তি দেয়া হয়েছে।

গ) উচ্চ শিক্ষাবৃত্তিঃ

উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সংস্থা উচ্চশিক্ষা বৃত্তি চালু করে। এই কর্মসূচি ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। এই কর্মসূচির আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অরর বছরে এ খাতে ৩,৭৫,০০০ (তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।

ঘ) কর্মীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি/ভাতা সুবিধাঃ

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য শিক্ষা ভাতা কার্যক্রম চালু আছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নীতিমালার ভিত্তিতে কর্মীর অধ্যয়নরত সন্তানগণকে সংস্থা থেকে শিক্ষা ভাতা সুবিধা দেয়া হয়। সর্বোচ্চ দুই সন্তানের জন্য এ সুবিধা চলমান আছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্থার কর্মীদের সন্তানকে ৪,৬৮,৩০০ (চার লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত) টাকা শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

১৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সিসিডিএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার প্রয়াশে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর অন্যতম একটি কার্যক্রম হল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগসহ দেশী বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক) সিসিডিএ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রঃ

সূচনালগ্ন থেকে সিসিডিএ সমন্বিত উন্নয়ন মডেলকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। সমন্বিত উন্নয়ন মডেলের অন্যতম প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য। সিসিডিএ সমন্বিত গণ উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের আদমপুর গ্রামে। জন সংখ্যার বিরাট অংশ, বিশেষত দরিদ্ররা প্রয়োজনের সময় চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারতেন না। সরকারী হাসপাতাল থেকে দূরে বসবাসরত বয়োবৃদ্ধ, প্রসূতি নারী, নবজাতক বা লাগাতার অসুস্থ থাকা ব্যক্তিগণ প্রায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকতেন। সিসিডিএ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়। পর্যাপ্ত আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় প্রাথমিকভাবে সিসিডিএ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া শুরু করে। একই সময়ে সিসিডিএ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালুর বিষয়ে চেষ্টা করে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে সিসিডিএ একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করে। স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি ইলিয়টগঞ্জ বাজারে অবস্থিত। লাভনয়, ক্ষতিনয় ভিত্তিতে সেবা কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। একাধিক রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক (এমবিবিএস), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট/প্যাথলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী/পরিষেবা কর্মীর সহযোগিতায় কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থসেবা কেন্দ্রের তথ্য (২০২৩-২৪)
- ✓ সেবাগ্রহিতা (রোগি): ৩,০৯৫ জন
- ✓ কনসালটেন্ট ফি থেকে আয়: ২,৩১,৫০০ টাকা
- ✓ প্যাথলজি আয় : ৭,৬৬,১২৩ টাকা
- ✓ আল্ট্রাসনোগ্রাফি থেকে আয়: ৬,৭৫,৪৭০ টাকা
- ✓ ইসিজি থেকে আয়: ১০,৮৩১ টাকা

খ) স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমঃ

সিসিডিএ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের শতভাগ খানার সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ইউনিয়নের প্রতি ৫০০টি পরিবারের জন্য একজন করে স্বাস্থ্য পরিদর্শক, প্রতি আটজন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের এলাকায় খানা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য একজন করে স্বাস্থ্য সহকারী দৈনিক ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শাখা কার্যালয়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক, প্রতিটি ইউনিয়নে বছরে ৪টি স্বাস্থক্যাম্প, ইউনিয়নের শতভাগ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের প্রয়োজনীয় ফলোআপ এবং জরুরী ও জটিল রোগীদের জন্য রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেয়া হয়। স্বাস্থ্যকর্মীগণ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরী, প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, পুষ্টিকর খাবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন।

স্বাস্থসেবা তথ্য
- ✓ স্ট্যাটিক ক্লিনিক সেবা- ৩৫০০৩
- ✓ স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেবা-১৭৬৬১
- ✓ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বধির ক্যাম্প-৪৩
- ✓ চক্ষু ক্যাম্প-৯
- ✓ ডায়াবেটিকস পরীক্ষা-১১৩৫১

এছাড়া পুষ্টি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, সজনে ও লেবু গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাবারের পুষ্টিমান যাতে নষ্ট না হয় এজন্য খাবার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মাবলীসহ পুষ্টি বিষয়ক অন্যান্য সচেতনতার বিষয়ে উঠান বৈঠক ও খানা পরিদর্শনের সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের রক্তস্বল্পতা নিরসনে আয়রন ও ফলিক এসিড সমৃদ্ধ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

১৫. নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী অধিকাংশ জনগোষ্ঠির মৌলিক পানীয় জলের প্রাপ্যতা থাকলেও এসব পানীয় জলে ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষণ থাকে। যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব, পানীয় জলের ১০ শতাংশেরও বেশি উৎসে আর্সেনিকের অবাঞ্ছিত রাসায়নিক দূষণ এবং জলবায়ু সমস্যার ফলে সমুদ্রের জলের অনুপ্রবেশ পানি দূষণের অন্যতম কারণ। এছাড়া দেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাসটি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও নারী এবং মেয়েদের জন্য নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করে পরিষেবাগুলোকে মৌলিক ও নিরাপদে পরিচালিত পয়ঃনিষ্কাশনের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কাজ বাকী রয়েছে। সিসিডিএ টেকসই ওয়াশ পরিষেবার প্রাপ্যতা ও ব্যবহারসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও পরিষেবাসমূহের অনুশীলন নিশ্চিত করতে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে। ওয়াশ কার্যক্রমে সংস্থা বর্তমানে দেশী বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।S

ক) পাইপ লাইনে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (Community Managed Piped Water Supply Project):

মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিরাপদ পানির ব্যবহার ও স্যানিটেশন কার্যক্রম অপরিহার্য। এ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, পানির দূষণ কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থা কাজ করছে। সংস্থা দীর্ঘদিন থেকে নিরাপদ পানির বিকল্প উৎস হিসাবে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের পুটিয়া গ্রামের ২২০টি পরিবারের মধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গভীর নলকূপের নিরাপদ পানি সরবরাহ করছে। এটি একটি সমাজ ভিত্তিক চলমান প্রকল্প।

খ) মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Projec):

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও বৈশ্বিক মাপকাঠিতে বাংলাদেশ এখনো মান সম্মত স্তর থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা এবং শহর বা নগরাঞ্চলের বস্তি ও নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের বসতি এলাকায় পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা এখনো প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হয়নি। সিসিডিএ'র কর্মএলাকায় পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিসিডিএ ২০২২ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ইনফ্রাস্টাকচার এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সুযোগ অধিকতর উন্নত করা এবং পানি সরবারহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করা। সেই সাথে নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণ উন্নয়নে কাজ করা এবং সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা। এই প্রকল্পের আওতায় সংস্থার ৮১টি শাখার এগার হাজার উপকারভোগীর মাঝে নিরাপদ স্যানিটেশন এবং পানীয় জল সরবরাহ খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২২ সালে শুরু হয় এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্যঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছর	এ পর্যন্ত
১.	মোট সেবাগ্রহীতা	৪,৯০৭	৮,০৯৪
২.	স্যানিটেশন ঋণী সংখ্যা	৪,৮৭৮	৬,৭৯৩
৩.	ওয়াটার ঋণ সংখ্যা	২৯	১,৩০১
৪.	বাস্তবায়নকারী শাখা সংখ্যা	৮১	৮১
৫.	বিসিসি সেশন সংখ্যা	৪,৭২৫	৪,৭২৫
৬.	স্যানিটেশন ঋণ বিতরণ (কোটি)	১৬.৮১	২২.৬২
৭.	ওয়াটার ঋণ বিতরণ (কোটি)	০.০৯	২.৯২
৮.	স্যানিটেশন ঋণের স্থিতি (কোটি)	১১.৯৪	১১.৯৪
৯.	ওয়াটার ঋণের স্থিতি (কোটি)	১৫.৪১	১৫.৪১
১০.	প্রকল্প বাজেট	০	০

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

গ) Building Training Capacity to Integrate Smaller Micro Finance Partners through WCAD-BURO Project:

রোগ-সংক্রমণ কমিয়ে আনতে পানির মান উন্নয়ন, হাইজিন অনুশীলন এবং দেহবর্জ্য পরিত্যাগকরণ সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, এক একটি বিষয়ের ক্রিয়াকলাপের যোগফলের চেয়ে সকল বিষয়ে সক্রিয়তার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নসাধন রোগ-সংক্রমণ হ্রাসে বৃহত্তর অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম। উন্নত হাইজিন-এর জন্য প্রায়শই পানির অধিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেজন্যে হাইজিন প্রসার কৌশলকে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত সার্বিক সেক্টর পলিসি ও কৌশলের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করা অতিগুরুত্বপূর্ণ। সিসিডিএ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ স্যানিটেশন উন্নয়নে দাতা সংস্থা Water.org এবং ব্যুরো বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এপ্রিল ২০২৩ সাল থেকে "Building Training Capacity to Integrate Smaller Micro Finance Partners through WCAD-BURO Project" বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন সাধন করা, যাতে তারা নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন বিষয়ক উন্নত অভ্যাসসমূহ অনুশীলন করতে পারে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হয়, সর্বোপরি রোগাক্রান্তের হার এবং শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।

প্রকল্পের আওতায় ঋণের খাত

- ✓ গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন
- ✓ ওয়াটার পাম্প, সাবমার্জিবল পাম্প স্থাপন
- ✓ পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার ও ইলেক্ট্রিক ওয়াটার পিউরিফিকেশন মেশিন ক্রয়
- ✓ বাড়িতে হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন
- ✓ অফসেট ও সেপটিক ট্যাংকযুক্ত ল্যাট্রিন স্থাপন
- ✓ এছাড়া নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন উন্নয়নে সংস্কার ও মেরামত কাজ

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

* সমিতি/কমিউনিটি পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণা;
* ২০০০০ জন সদস্য নির্বাচন করে চাহিদা মতে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং স্থাপনা নির্মাণের জন্য ঋণ সহায়তা;
* প্রয়োজনীয় ওয়াশ উপকরণ তৈরী ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণ;
* সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ;
* নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন
* সভা সেমিনারের আয়োজন
* রিপোর্টিং, নিরীক্ষা ও অন্যান্য কর্মসূচি;

প্রকল্পের অগ্রগতি

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছর	এ পর্যন্ত
১.	মোট সেবাগ্রহীতা	১৮৮৮	১৮৮৮
২.	ওয়াটার ও স্যানিটেশন ঋণী সংখ্যা	১৮৮৮	১৮৮৮
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা সংখ্যা	৩০	
৪.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা)	৬০	৬০
৫.	ঋণের স্থিতি (লক্ষ)	৮০.৬৯	৮০.৬৯

ঘ) Sanitation Development Loan (SDL) Project:

জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি-৬ এর লক্ষমাত্রা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষকে Adequate and equitable Sanitation নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-সহযোগিতায় ২০১৯ সাল থেকে "Sanitation Development Loan (SDL) Projec" বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে সদস্যগণ সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করবেন এবং এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত ৩২৮ জনকে মোট ৫০,১০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে ঋণী সংখ্যা ৩৪জন, যার ঋণ স্থিতি ২,৩১,৪৬২/- টাকা।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

১৬. অভিবাসী শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম

অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশে সিসিডিএ ২০০৭ সাল থেকে কাজ করছে। সংস্থা অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তাসহ ভিসা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য, ব্যাংক ঋণের সুবিধা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণসহ প্রত্যাগত অভিবাসীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক) Strengthened & Informative Migration System (SIMS) Project

বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে বছরে গড়ে প্রায় ২২ লক্ষ (IOM, ২০১৭) নতুন কর্মক্ষম লোকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এদের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হয় বিশ্ব শ্রমবাজারে। দক্ষতাহীন শ্রমের যোগান, ন্যুনতম সময়ে ভাগ্য পরিবর্তনসহ আরো নানা কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৪ থেকে ৫ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ বিদেশে কাজের সন্ধানে গমন করে। বাংলাদেশের মোট জিডিপি-তে রেমিটেন্স অর্থনীতির অবদান ৫.৪ ভাগ। ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ গমনকে এখানে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু জন-বান্ধব ও স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব, অতিমাত্রায় বহুস্তরীয় মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অভিবাসীদের অধিকার বিষয়ে দর-কষাকষির দক্ষতার অভাব অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ক্রমশ অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থের অংশ এবং বিশ্বজুড়ে এটি সর্বজনীন মানবাধিকারেরও একটি অংশ। তাই সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষায় বিশেষভাবে কাজ করছে। মানবাধিকার এবং জাতীয় স্বার্থ উভয় দিক থেকে নিরাপদ অভিবাসনকে সিসিডিএ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অংশীদারী সংস্থা HELVETAS Bangladesh এবং Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) -এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় সিসিডিএ ২০২১ সাল থেকে Strengthened & Informative Migration System (SIMS) Project শুরু হয়ে মার্চ ২০২৪ এ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অভিবাসী ও অভিবাসনেচ্ছুদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করণে সচেতনতা, কারিগরী ও প্রয়োজনে আইনগত সহযোগিতা এবং অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেইফ মাইগ্রেশন, ফিন-লিট (আর্থিক সাক্ষরতা) ও এক্সেস টু জাস্টিস এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে মানুষকে পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সিমস প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য নিম্নরুপ:

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ্য	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	২,২০,০০০জন	২,১৭,০০০ জন	
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	৭৫০ জন	৭৫০ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা/ উপজেলা	কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, মুরাদনগর, দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলার ৫টি শাখা		
৪.	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৮,২৫০ জন	১৮,৭৫০ জন	
৫.	প্রকল্প বাজেট	৭,৫৯,৩৯,২৬০/-		

কর্মীদের তহবিল ভিত্তিক সুবিধার তথ্য

ক) সিসিডিএ কর্মচারি ভবিষ্য তহবিলঃ

সিসিডিএ'র কর্মীগণ চাকরিকালীন ও অবসরকালীন উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন। কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল সুবিধা অন্যতম। সংস্থার স্থায়ী কর্মীগণ চাকরিকালীন মাসিক মূল বেতনের ১০% অর্থ তহবিলে জমা করেন। সংস্থার পক্ষ থেকেও ঐ কর্মীর নামে সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করা হয়। অবসর পরবর্তী সময়ে কর্মীগণ ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা মতে তহবিলের অর্থ প্রাপ্য হন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল থেকে কর্মীগণ মোট ১,৫৮,৩৪,৪৮১ (এক কোটি আটন্ন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত একাশি) টাকা অবসর পরবর্তী সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং ১,১৫,৪০,০০০ (এক কোটি পনের লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা কর্মীগণ ঋণ হিসেবে উত্তোলন করেছেন। বর্তমানে তহবিল স্থিতি ১৫,৮২,৬৬,৫৫৬ (পনের কোটি বিরাশি লক্ষ ছিষট্টি হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

খ) সিসিডিএ কর্মচারি আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি) তহবিলঃ

সংস্থার কর্মীদের অবসরকালীন আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনুতোষিক সুবিধা প্রদান করা হয়। কোন স্থায়ী কর্মী ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর কর্মরত থাকার পর চাকরি থেকে অব্যাহতি/অবসর গ্রহণ করলে আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্ত হন। আনুতোষিক তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীদের এ সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আনুতোষিক তহবিল থেকে ২,৯৯,৫৯,২৭৬ (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার দুইশত ছিয়াত্তর) টাকা অবসর পরবর্তী সুবিধা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তহবিল স্থিতি ১৩,১৩,৯৭,৫২৯ (তের কোটি তের লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ) টাকা।

গ) সিসিডিএ কর্মী কল্যাণ তহবিল (ককত) সুবিধাঃ

সংস্থার কর্মীগণ চাকরিকালীন দুরারোগ্য ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। নারী কর্মীগণ প্রসবকালীন জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের সম্মুখিন হন। এছাড়া কর্মরত অবস্থায় যে কোন কারণে কর্মীদের মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেন। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে কর্মীদের চিকিৎসা ব্যয় ও মৃত্যু পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্য কর্মী কল্যাণ তহবিল (ককত) থেকে সুবিধা/প্রণোদনা প্রদান করা হয়। ককত নীতিমালার আলোকে স্থায়ী কর্মীগণ তহবিল থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন। একজন স্থায়ী কর্মী প্রতি মাসে মূল বেতনের ০.৫% অর্থাৎ প্রতি ১,০০০/- টাকায় ৫ (পাঁচ) টাকা হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন। কর্মীদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা অফেরৎযোগ্য। সিসিডিএ কর্মীকল্যাণ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব ট্রাষ্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ককত তহবিল থেকে কর্মীদের ২,৬৯,০১১ (দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার এগার) টাকা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে তহবিল স্থিতি ৮৬,৪৯,১৫৯ (ছিয়াশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশত উনষাট) টাকা।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (INTERBAL CONTROL MANAGEMENT)

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা হলো কতিপয় প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং বিধি-বিধান যার সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠান তার সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, অনিয়ম ও অন্যায় প্রতিহত করে, বিভিন্ন আইন-কানুনের যথাযথ পালন নিশ্চিত করে, দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চিত করে। এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কার্যক্রমের গুণগতমান, কাজের পরিমাপক, তুলনামূলক মূল্যায়ন, কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ও সংশোধনের সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। সিসিডিএ'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, মনিটরিং ও এমআইএস বিভাগ, কর্মসূচির মনিটরিং কর্মকর্তাগণ এবং বহি:নীরিক্ষক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য অনুসঙ্গ।

ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ

সিসিডিএ'র ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও হিসাব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার প্রয়োজনে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ আছে। ১১জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। নিরীক্ষা বিভাগ সকল কর্মসূচি, প্রকল্প এবং শাখা অফিসের কার্যক্রম বছরে ন্যূনতম দুইবার বা ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশিবার নিরীক্ষা পরিচালনা করে। যেসব ক্ষেত্রে নিবিড় পরিবীক্ষণ আবশ্যক, সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত নিয়মিত ব্যবধানে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

খ) বহিঃনিরীক্ষা

সিসিডিএ'র হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ নীতি ও মান বজায় রাখার চেষ্টা করে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং (আইএসএ) নীতি অনুসূরণ করে হিসাব ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের বাইরে প্রতিবছর একটি খ্যাতিমান ও পেশাদার নিরীক্ষা ফার্মের মাধ্যমে সিসিডিএ'র হিসাব নিরীক্ষণ করা হয়। মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং দ্বারা সংস্থার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করেছে। নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্ট প্রতিবছর রেগুলেটর, দাতা সংস্থা, অংশীদার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

গ) এমআইএস ও মনিটরিং

সংস্থার ঋণ কার্যক্রম তথ্য সমুন্নিত করাসহ অনলাইনে ও অফলাইনে নিয়মিত তথ্য পরিক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস ও মনিটরিং বিভাগ নিয়োজিত আছে। অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে কার্যক্রম তদারকি করে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে চিহ্নিত পর্যবেক্ষণসমূহ প্রশাসনিক ও কর্মসূচি ভিত্তিক সমাধান করা হয়।

ঘ) হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সিসিডিএ'র কার্যক্রমের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে অর্থ ও হিসাব বিভাগ। হিসাব বিভাগ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ স্বচ্ছতা ও যথার্থ মান বজায় রেখে প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ প্রশাসনিক ও কর্মসূচি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সকল তথ্য উপাত্ত নির্ভুলভাবে সন্নিবেশনসহ উচ্চ গুণগতমান নিশ্চিত করা হয় । হিসাব ও সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সিসিডিএ লিখিত নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি স্ট্যান্ডার্ড অরগানাইজেশনাল প্র্যাকটিস (এসওপি) প্রণয়ন করেছে। সিসিডিএ কর্মসূচি ও প্রকল্প ভিত্তিক স্বতন্ত্র বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে। সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট ১৮৮৭.৮০ কোটি টাকা ।

ঙ) ক্রয়, বিক্রয়, ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

সিসিডিএ'র একটি সুলিখিত ক্রয়-বিক্রয় বা প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা আছে। বিদ্যমান নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা হয়। ব্যবস্থাপকীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয়, প্রকল্প ও শাখাসমূহে ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। ক্রয় নীতিমালার ভিত্তিতে সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কমিটি সম্পন্ন করে। সকল ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সততার ও জবাবদিহীতার সাথে করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

সিসিডিএ'র মানব সম্পদ বিভাগ প্রধানত কর্মী নিয়োগ, প্রতিস্থাপন, বদলী, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, মজুরী, কর্মপরিবেশ, অসন্তোষ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা উন্নয়নের কাজসমূহ সম্পাদন করে। মানবসম্পদ বিভাগ কর্মীদের ন্যায্যতা, সমতা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রশাসনিক ও নিয়মতান্ত্রিক অন্যান্য কার্যসমূহ সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে সংস্থায় ঋণ কার্যক্রম ও প্রকল্প ভিত্তিক ৮০০-এর অধিক জনবল নিয়োজিত আছেন। সিসিডিএ কর্মী নিয়োগের সময় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও কৌশল অনুসরণ করে। লিঙ্গ সমতা সৃষ্টি সিসিডি'র নিয়োগ ও পদায়ন নীতির অন্যতম প্রধান দিক। মানবসম্পদ বিভাগ প্রতিটি কর্মীর জন্য আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করে। কর্মীদের সাফল্যের স্বীকৃতি ও ভবিষ্যতে অধিকতর দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রদানে বছরে একবার কর্মীর কাজের মূল্যায়ন করা হয়। সিসিডিএ'র মৌলিক অভিপ্রায় ও চেষ্টা থাকে কর্মীদের জন্য একটি ন্যায়, সমতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখা। কর্মীদের যেকোন ধরনের ক্লেশ ও অসন্তোষকে নিবারণের জন্য মানব সম্পদ বিভাগের নজরে আনতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। একইভাবে প্রশিক্ষণ, প্রেষণা, উন্নত কর্মপরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে মানবসম্পদ বিভাগ নিয়মিত ভূমিকা রাখে।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নঃ

সিসিডিএ কর্মীদের দক্ষতা, সামর্থ্য ও টেকসহিতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সব স্তরের কর্মীদের যুগপৎ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নসহ সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়। সিসিডিএ বিশ্বাস করে প্রশিক্ষণ কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সংস্থার কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনিক দক্ষতা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। দীর্ঘ মেয়াদে সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি কর্মীকে বছরে অন্যূন দুইটি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। মূলত সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে সিসিডিএ পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে মাইক্রোফিন্যান্স ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি, মাইক্রোফিন-৩৬০, স্মার্ট এন্টারপ্রাইজ, আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন, ভ্যাট ও ট্যাক্স, নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ঝুঁকি ও খেলাপি ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অন্যতম।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ তথ্য		
ক্রম. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সংখ্যা
১.	দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	৩৮ জন
২.	Microfinance operation and Managemengt	১১ জন
৩.	ওরিয়েন্টেশন	১৭ জন
৪.	Capacity Development in Microfinance operation 1	৩৭ জন
মোট		১০৩ জন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সদস্যদের প্রশিক্ষণ তথ্য		
ক্রম. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সংখ্যা
১.	সবজি চাষ	২৫জন
২.	ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার উৎপাদন	২৫জন
৩.	যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয়	১০০ জন
মোট		১৫০জন

তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন
(INFORMATION TECHNOLOGY AND DEGITALIZATION)

তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটালাইজেশন বিষয়টি আমাদের সমস্ত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্য প্রযুক্তি হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, সংরক্ষণ করতে পারি, প্রক্রিয়াজাত করতে পারি এবং তথ্য প্রদর্শন করতে পারি। ডিজিটালাইজেশন হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সহজ করতে পারি। তথ্য প্রযুক্তি বা ডিজিটালাইজেশন বিপ্লব পৃথিবীর আর্থিক সেবা খাতকে গভীরভাবে রূপান্তর করছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতকে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। ফলশ্রুতিতে এমএফআই সংস্থাগুলিরও এটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সেক্টরকে টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি নির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। ডিজিটালাইজেশন মূলতঃ বহুবিধ প্রযুক্তির সমন্বিত বা একিভূত ব্যবহার প্রক্রিয়া যা সনাতন পদ্ধতিকে ক্রমাগত প্রন্নগুহায় বিলীন করে দিচ্ছে। সিসিডিএ প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনে অধিকতর সচেতন এবং দ্রুতলয়ে এর ব্যবহার বৃদ্ধি ও আত্মীকরণের চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে সিসিডিএ তাঁর পরিচালন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে আসছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়।

সংস্থার ডিজিটাল কার্যক্রম

- ✓ একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম (এআইএস);
- ✓ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস);
- ✓ হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস)
- ✓ পে-রোল ম্যানেজমেন্ট;
- ✓ ফিক্সড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট;
- ✓ কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল ম্যানেজমেন্ট;
- ✓ কর্মচারী আনুতোষিক তহবিল ম্যানেজমেন্ট;
- ✓ অনলাইন মনিটরি ম্যানেজমেন্ট;
- ✓ ডিজিটাল ব্যাংকিং;
- ✓ অনলাইন লোন পেমেন্ট এন্ড রিকভারি ম্যানেজমেন্ট (বিকাশ);

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই) হিসেবে ইতোমধ্যে সিসিডিএ নিজস্ব কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। সংস্থার একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম (এআইএস), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস), পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, ফিক্সড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ভবিষ্য তহবিল ম্যানেজমেন্ট, আনুতোষিক তহবিল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এতে করে সময় ও আর্থিক ব্যয় তুলনামূলক সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে যে কোন প্রতিবেদন দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে পরোক্ষ পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটেছে। এতে করে নানা ধরনের অনিয়ম বা বিচ্যুতি অনেকাংশে কমেছে। এনজিও সম্পর্কিত যেসব নিয়ন্ত্রনকারী বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এনজিওদের ঝুঁকি নিরসনে ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা আরো বিভিন্ন প্রযুক্তি প্লাটফরম প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে সিসিডিএ সেগুলোর সাথে যুক্ত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

প্রযুক্তি নির্ভর এ্যাপ্লিকেশন, বিশেষত মোবাইল এ্যপস্ ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৎস্যসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মানোন্নয়নে, প্রতিদিনকার তথ্য-উপাত্ত জানতে এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সিসিডিএ বর্তমানে একাধিক বিশেষায়িত এ্যাপস ব্যবহার করছে। প্রযুক্তির আরো বিকাশ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে সিসিডিএ গ্রাহকের সুবিধার্থে এটিএম, মোবাইল/টেলি ব্যাংকিং, ওয়েব ব্যাংকিং, এনিটাইম এনিহোয়্যার ব্যাংকিং পরিষেবা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিসন সিস্টেম (আইএসএস) একটি ওয়েব নির্ভর মনিটরিং টুল যা সিসিডিএ'র বহুস্তরীয় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করে থাকে। ব্যবস্থাটি বর্তমানে সিসিডিএ'র পেপারবিহীন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ অর্থবছর

প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কর্মপরিকল্পনার দ্বারা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হয়। সিসিডিএ প্রতিবছর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় একীভূত করে একটি কার্যকর কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সংঘবদ্ধ রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নির্দিষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জন সহজ হয়। সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অর্জন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১. ঋণ কার্যক্রমের পরিকল্পনাঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন				২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত পরিকল্পনা	
		পুঞ্জিভুত লক্ষমাত্রা	একক লক্ষমাত্রা	অর্থবছরে অর্জন	অর্থবছর শেষে স্থিতি	একক লক্ষমাত্রা	পুঞ্জিভুত লক্ষমাত্রা
	নতুন এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ						
ক	জেলা সংখ্যা	১২	-	-	১২	২	১৪
	থানা/উপজেলা সংখ্যা	৭২	৩	২	৭১	১৯	৯০
	ইউনিয়ন সংখ্যা	৫৮৫	৪২	৪০	৫৮৩	৪৫	৬২৭
	গ্রাম সংখ্যা	২৮২০	১৪৩	১৫৬	২৮৩৩	২৬৬	৩০৯৫
খ	নতুন শাখা স্থাপন	১০২	৮	৬	১০০	২০	১২০
গ	নতুন সমিতি সংখ্যা	৮১০০	৪৭৭	৪৪৯	৮০৭২	১৮৮৪	৯৯৫৬
ঘ	সদস্য সংখ্যা	১৬৪০০০	১১৭১৮	১১৯৫৫	১৬৪২৩৭	২১৬৬৩	১৮৫৯০০
ঙ	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১১৪৫০০	৮২৮৩	৫৭৬২	১১১৯৭৯	১৮২২১	১৩০২০০
চ	ঋণ কার্ক্রমে জনবল নিয়োগ	৮৭০	১১৬	৬৮	৮২২	১৯৩	১০১৫
ছ	সদস্য সঞ্চয় স্থিতি (কোটি)	২৪৮.৬৩	৩৭.৬৩	৪৩.৩১	২৫৪.৩১	৩৬.২২	২৯০.৫৩
জ	ঋণ স্থিতি (কোটি)	৬৯২.৭৩	১০৮.৫৮	৭৯.১৪	৬৬৩.২৯	১৫২.৫৬	৮১৫.৮৫
ঝ	পিকেএসএফ ঋণ স্থিতি (কোটি)	১৪৫.৫০	১৮.৭৩	২৯.২৪	১৫৬.০১	৭.৯০	১৬৩.৯১
ঞ	ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ স্থিতি (কোটি)	১০৫.৫	-(৪.৭৩)	-(১৭.৪০)	৯২.৮৩	২২.১৭	১১৫
ট	ঝুঁকি তহবিল স্থিতি (কোটি)	৩৮.০৯	৭.৩৮	৬.৭০	৩৭.৪১	৮.৫৯	৪৬
ঠ	ক্রমপুঞ্জিভুত উদ্বৃত্ত অর্জন (কোটি)	২৫০.৩০	৫৯.৭৫	৫৩.১৩	২৪৩.৬৮	৮১.৯৮	৩২৫.৬৬

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সক্ষমতা ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরীর লক্ষ্যে একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

৩. অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় আলোকিত করার উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা;

৪. সব বয়সের নাগরিকের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা;

৫. দেশের যুবসমাজকে দক্ষ কর্মী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা;

৬. বহুমুখী, বাস্তব ও কর্মমূখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;

৭. দরিদ্র এলাকার মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের সুব্যবস্থার অংশ হিসেবে একটি ওয়াটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা;

৮. 'জ্ঞানই আলো' এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্ম এলাকায় একাধিক পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা;

৯. মুক্তিযুদ্ধ: স্মৃতি, গৌরব ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

১০. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র, নাটক, আর্টফ্লিম তৈরী করা;

১১. সিসিডিএ'র স্মৃতি ও তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা;

১২. আধুনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বা ই-কমার্স সেবা চালু করা;

১৩. সংস্থার কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্রান্ডিং কর্মসূচি গ্রহণ করা;

১৪. সংস্থার কার্যক্রমের গুণগতমান নির্ণয়, কার্যক্রমে নতুনত্ব ও শৈল্পিকতার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা সেল গঠন করা।

সমাপ্ত

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ভারপ্রাপ্ত
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স